২৫-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস : ০২-০১-৮২ মধুবন

' * বিশ্ব- পরিবর্তনের দায়িত্ব - সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের* '

বাপদাদা নিজের ব্রাহ্মণ কুল দীপবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন । চৈতন্য দীপমালা দেখছেন। প্রতিটি দীপ হল চৈতন্য দীপ, তারা বিশ্বকে আলোকিত করে। সকল দীপেদের সম্বন্ধ হল একমাত্র জাগ্রত জ্যোতির সঙ্গে । প্রত্যেকটি দীপের আলোয় বিশ্বের অন্ধকার মিটে যাচ্ছে এমন আলোর রোশনাই দেখা যাচ্ছে । প্রতিটি দীপের আলোকরশ্মি বিশ্বের উপরে প্রকাশ স্বরূপে ছত্রছায়ার মতন রয়েছে । এমন দৃশ্য বাপদাদা দেখছেন । তোমরা সবাইও সকল দীপের আলোর ছত্রছায়া দেখছ কি? লাইট মাইট স্বরূপ অনুভব করছো কি? স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়ে বিশ্বের সেবাও করছো। স্ব-স্বরূপ এবং সেবার স্বরূপ দুটোই একত্রে অনুভব করছো? এই স্বরূপে স্থিত থাকো। কতখানি শক্তিশালী স্বরূপ তাইনা । বিশ্বের আত্মারা তোমাদের মতন জাগ্রত দীপবৃন্দের দিকে কত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। অনুভব করতে পারছ যে একটুখানি আলোর জন্যে কত আত্মারা অন্ধকারে আলোর জন্যে কষ্ট পাচ্ছে ? সেই কষ্টে থাকা আত্মাদের দেখতে পাও ? তোমাদের মতন দীপকের আলো যদি টিমটিম করে জ্বলে, এখনই জ্বলে উঠছে, আবার এখনই নিভছে তো সেই আত্মাদের কি অবস্থা হবে ? যেমন এখানেও অন্ধকার হলে সবার চাহিদা থাকে আলো জ্বলে উঠুক। জ্বলছে নিভছে লাইট কেউ পছন্দ করেনা। তেমনই তোমরা জাগ্রত বা প্রজ্বলিত দীপক বৃন্দের উপরে বিশ্বের অন্ধকার মেটানোর দায়িত্ব রয়েছে । এত বড় দায়িত্ব অনুভব করো কি ?

ড্রামার রহস্য অনুযায়ী তোমরা ব্রাহ্মণরা জেগে উঠলেই সবাই জাগবে । ব্রাহ্মণরা জাগলে দিন হয় , আলোকিত হয়ে যায়। আর ব্রাহ্মণের জ্যোতি নিভে গেলেই বিশ্বে অন্ধকার অর্থাৎ রাত হয়ে যায়। তো দিন থেকে রাত , রাত থেকে দিন করতে পারে এমন চৈতন্য দীপক হলে তোমরা। এতোটা দায়িত্ব সবার উপরে রয়েছে । তো বাপদাদা প্রত্যেকের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার চার্ট দেখছেন যে প্রত্যেকে নিজেকে কতখানি দায়িত্বশীল ভাবে? বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুট ধারণ করেছে কি ? এতেও নম্বর অনুযায়ী মুকুটধারী বসে রয়েছে। নিজের মুকুট দেখছো ? সর্বদা পরো নাকি কখনও কখনও পরো? এলেবেলে হও না তো ? এমন ভাবো না তো যে দায়িত্ব বড়দের, বিশ্বের মুকুট বড়দের দেবে নাকি তোমরা নেবে ? যেমন বিশ্বের রাজ্য অধিকারী সবাই নিজেকে ভাবো , যদি কেউ বলে তোমরা প্রজা হয়ে যেও তবে তোমাদের পছন্দ হবে ? সবাই বিশ্বের মহারাজা হতে এসেছ কিনা ? নাকি প্রজা হওয়াও পছন্দ ? কি হতে চাইবে ? প্রজা হতে চাও কেউ ? সবাই হাত তোলে লক্ষ্মীনারায়ণ হতে , তো যখন ঐ রাজ্যের মুকুট পরতে চাও তবে ঐ মুকুটের আধার হল সেবার দায়িত্বের মুকুট পরে থাকা। তো কি করতে হবে ? এখন থেকে মুকুটধারী হওয়ার সংস্কার ধারণ করতে হবে । কোন্ মুকুট ? দায়িত্বের ।

তো আজ বাপদাদা সবার মুকুট দেখছেন । তো এটি কোন্ সভা হল ? মুকুটধারীদের সভা দেখছেন। সবাই এই মুকুট ধারণের দিবস পালন করেছ কি ? পালন করছ নাকি করবে ? যেমন তোমাদের স্মৃতিচিন্হ চিত্র রূপে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রে শৈশব থেকেই মুকুট দেখান হয়েছে। বড় হয়ে তো হবেই কিন্তু শৈশব থেকেই মুকুটধারী । দেখেছ নিজের চিত্র ? ডবল বিদেশীরা নিজের চিত্র দেখেছে? এই গুলি কাদের চিত্র ? এক ব্রহ্মার চিত্র নাকি তোমাদের সবার চিত্র ? তো যেমন শ্রীকৃষ্ণের চিত্রে শৈশব অবস্থা থেকেই রাজমুকুট দেখান হয়েছে , তেমনই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা মরজীবা হয়েছ ,

ব্রাহ্মণ হয়েছ আর দায়িত্বের মুকুট ধারণের দিন পালন করেছ। তো জন্ম থেকেই রাজমুকুটধারী হয়ে যাও, সেই জন্যই স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও রাজমুকুটধারী দেখানো হয়েছে। তো ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ রাজমুকুটধারণের উৎসব উদযাপন করা। তো সবাই নিজেদের রাজমুকুটধারণের উৎসব পালন করেছ হয়েছ তো ? এখন শুধু এটা দেখতে হবে যে সর্বদা এই বিশ্বের সেবার দায়িত্বের রাজমুকুটধারী হয়ে সেবায় নিয়োজিত হয়ে থাকে কিনা ? তো কি দেখা যাচ্ছে ? মুকুটধারী তো সবাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু কারো দৃঢ় সংকল্পের ফিটিং রয়েছে আর কারো লুজ রয়েছে । লুজ হওয়ার দরুন রাজমুকুট কখনও খুলে যায় কখনও ধারণ থাকে। তাই সর্বদা দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা এই রাজমুকুটটি সদাকালের জন্যে সেট করো। বুঝলে কি করতে হবে ? ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের দেখে কত আনন্দিত হচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবা সর্বদা এই গানই করেন , কোন্ গান করেন ? " বাঃ আমার বাচ্চারা বাঃ " । আর বাচ্চারা কি গান করে ? (বাঃ বাবা বাঃ) এই গানটি সহজ কিনা তাই গায়। সবচেয়ে বেশী খুশী কার হয় ? সবচেয়ে বেশী খুশী ব্রহ্মাবাবার হয় । কেন ? সবাই নিজেকে কি নামে পরিচয় দাও ? ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী , শিবকুমার শিবকুমারী তো বলো না। তো ব্রহ্মাবাবা রচয়িতা নিজের রচনা দেখে আনন্দ অনুভব করেন। ব্রহ্মা মুখবংশাবলী হয়েছ কিনা ! তাই নিজের বংশাবলী দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। অব্যক্ত রূপধারী হওয়া সত্বেও মধুবনে ব্যক্ত রূপধারীর অর্থাৎ চৈতন্য সাকার রূপের অনুভূতি করাতেই থাকেন। মধুবনে এসে ব্রাহ্মণ বাচ্চারা ব্রহ্মার কাছে সাকার রূপের , সাকার চরিত্রের অনুভূতি করো তাই না ! *বিশেষ মধুবন ভূমিকে এই বরদান প্রদান করা আছে - সাকার রূপের অনুভূতি করানোর* । তো এমন অনুভূতি করো তো ? আকারধারী ব্রহ্মা আছেন না সাকারে আছেন ? কি অনুভব করো ? রূহ-রিহান করো ? আচ্ছা ।

আজ স্বদেশে বাপদাদার এই রূহ-রিহান চলেছে যে ডবল বিদেশী বাচ্চারা নিজেদের কাছের সম্বন্ধের স্নেহে নিরাকার এবং আকারকে সাকার রূপধারী করতে খুব হুশিয়ার । বাচ্চাদের স্নেহের জাদুতে আকারও সাকারে পরিণত হয়। এমনই স্নেহপূর্ণ জাদুকর বাচ্চারা রয়েছে । স্নেহ , স্বরূপকে পরিবর্তিত করে দেয়। তো ব্রহ্মাবাবা এমনই অনুভব করেন যে প্রত্যেক স্নেহপূর্ণ বাচ্চার সঙ্গে সাকার রূপধারী হয়ে সাক্ষাত করেন অর্থাৎ বাচ্চাদের স্নেহের রেসপন্ড দেন। স্নেহের সুত্রে বাপদাদাকে সর্বদা বেঁধে রাখে তারা। এই স্নেহ সুত্র এতোটাই মজবুত যে কেউ তা ছিঁড়তে পারেনা। ২১ জন্মের জন্যে ব্রহ্মাবাবার সাথে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের বাঁধনে বাঁধা থাকবে। আলাদা হবেনা । এমন সুত্রে বেঁধেছ তো নাকি ? একেই বলা হয় অবিনাশী মিষ্টি বন্ধন। ২১ জন্মের জন্যে নিশ্চিত এই বন্ধন । তাহলে এমন বন্ধন বেঁধে নিয়েছ তো ? বাচ্চারা জাদুকর কিনা? তো শুনলে স্বদেশে কি রূহ-রিহান চলেছে। ব্রহ্মাবাবা এক-একটি বাচ্চার বিশেষত্বের চমকপ্রদ মণি দেখছিলেন । প্রতিটি বাচ্চার বিশেষত্ব মণির মতো জ্বলজ্বল করছিল। তো নিজের সেই জ্বলজ্বল করা মণি দেখেছ কি ? আচ্ছা ।

ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন , কথা বলেন না । বাবার কামাল তো আছেই বাচ্চাদেরও কিছু কম নয়। তোমরা মনে করো যে আমরা নিজেদের মধ্যে রূহ-রিহান করি কিন্তু বাপদাদাও রূহ-রিহান করেন । আচ্ছা ।

এমনই সর্বদা বিশ্ব সেবার দায়িত্বের মুকুটধারী , সর্বদা স্নেহের বন্ধনে বাপদাদাকে নিজের সাথী করে নেয় যে , ২১ জন্মের জন্যে অবিনাশী সম্বন্ধে আসে যে , এমনই সদা জাগ্রত দীপবৃন্দকে বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

দ্বিতীয় মুরলী

২৫-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্

শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস :০৪-

০১-৮২ মধুবন

*"সদ্গুরুর প্রথম বরদান হল " মনমনাভব" *

আজ জ্ঞানসাগর বাবা , সাগরের তীরে জ্ঞান রত্ন আহরণকারী হোলীহংসদের সঙ্গে মিলিত হতে এসেছেন । প্রতিটি হোলীহংস কত জ্ঞান রত্ন আহরণ করে খুশীতে নাচছে , সেই হংস বৃন্দের আনন্দ নৃত্য দেখছেন। এই অলৌকিক খুশী পূর্ণ রুহানী নৃত্যের দৃশ্য হল কত মোহক আর সম্পূর্ণ কল্পে সম্পূর্ণ নিরালা ।

সাগরের বিভিন্ন ঢেউ দেখে হংসবৃন্দ কত আনন্দিত হয়ে রয়েছে । তো আজ বাপদাদা কি দেখতে এসেছেন ? হংসবৃন্দের মোহিনী নৃত্য । নৃত্যে হুঁশিয়ার হয়েছ তো ? প্রত্যেকের মনের খুশীর গানও শুনছেন। গান ছাড়া নাচ তো হতে পারেনা তাইনা ! তাই বাজনাও বাজছে আর নাচও হচ্ছে । তোমরাও সবাই খুশীর গান শুনছো তো ? এই গান কান দিয়ে শোনা হয়না বরং মনের গান মন দিয়ে শোনা যায়। মনমনাভব হলেই গান গাওয়া আর শোনা আরম্ভ হয়। "মনমনাভব" এই মহামন্ত্রের বরদানী সবাই হয়েইছো । সদ্গুরুর আপন হলে সদ্গুরু দ্বারা প্রথম বরদানটি কি প্রাপ্ত হয়েছে ? মনমনাভব । সদ্গুরুর রূপে বরদানী বাচ্চাদের দেখছেন। সবাই মহামন্ত্রধারী , মহাদানী , বরদানী , সদ্গুরুর বাচ্চারা মাস্টার সদ্গুরু হয়েছ অথবা গুরুর নাতি হয়েছ । নাতির অধিকার বেশী হয়। ব্রহ্মার সন্তান নাতি-ই হল কিনা । সন্তানও আবার নাতিও হয়েছ। যত বাবার সম্বন্ধ ততই তোমাদের সম্বন্ধ । সর্ব সম্বন্ধের অধিকারী আত্মা হয়েছ। ভোলেনাথ বাবার কাছে কিছু প্রাপ্ত করতে হুশিয়ার হয়েছ । সওদাগরও ভালই হয়েছ। সওদা করেছ তো ? এমন কখনও ভেবেছিলে যে ভগবানের সঙ্গে সওদা করবে ? আর সওদা করে কি লাভ করেছ ? কি নিয়েছ ? (মুক্তি-জীবনমুক্তি) ব্যস , শুধু মুক্তি-জীবনমুক্তি পেয়েছ ? সওদাগরও হয়েছ সাথে জাদুকরও হয়েছ। সওদা করেছ তো এত বড় করেছ যে আর সওদা করার প্রয়োজন নেই। কোনো বস্তুর সওদা করোনি বরং বস্তুর দাতার সওদা করেছ। তাতে সবকিছুই এসে গেছে তাইনা ! দাতাকেই আপন করে নিয়েছ । আচ্ছা - ডবল বিদেশী বাচ্চাদের সঙ্গে রুহ-রিহান করতে হবে কিনা ।

ভিন্ন *ভিন্ন* *পার্টির* *সঙ্গে* *সাক্ষাৎকার*

নিউয়র্ক (*আমেরিকা*):-

নিজেকে কোটিতে কয়েক , কয়েকের মধ্যেও বিশেষ আত্মা আমরা -- এমন অনুভব করো কি ? ড্রামায় আমরা আত্মারা বাবার সঙ্গে ডাইরেক্ট সম্বন্ধে এবং পার্টে রয়েছি , এতোটা নেশা ও খুশী থাকে কি ? সর্বদা খুশীতে থাকার জন্যে কতগুলি পয়েন্ট ধারণ করে নিয়েছ ? বাপদাদা প্রত্যেকটি হারানিধি বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। কত সময় পরে দেখা হচ্ছে ? স্মৃতিতে আছে কি ? এই স্মৃতিতেই থাকো যে আমরা হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা আমাদের উঁচুর থেকে উঁচু বাবার সঙ্গে বিশেষ পার্ট রয়েছে । তো যেমন স্মৃতি হবে তেমনই স্থিতি স্বত:তই তৈরী হবে। যা কিছু শুনছো সমায়িত

করতে থাকো। যত সমায়িত করবে ততই প্র্যাক্টিকাল স্বরূপে পরিণত হবে। প্রতিটি গুণের অনুভবী হও। এক-একটি গুণের অনুভূতি কতখানি হয়েছে , এই পয়েন্টটি সর্বদা নিজের মধ্যে দেখো। নলেজফুল হয়েছ নাকি অনুভবীমূর্ত হয়েছ ? এইটি চেক করো কারণ সঙ্গমেই প্রত্যেকটি গুণের অনুভব করতে পারো। কোনো একটি গুণের অনুভব কম হলে সেইটির উপরে অ্যাটেন্সন দিয়ে অনুভবী স্বরূপে পরিণত হও। যত অনুভবী স্বরূপ হবে ফাউন্ডেশান ততই পাকা হবে। মায়া নাড়াতে পারবেনা । কোনো রকমের বিঘ্ন বা সমস্যা এখন খেলা সম অনুভব হওয়া উচিত। এইসব কোনো আক্রমণ নয় , শুধুমাত্র খেলা ! খেলা ভাবলে খুশী খুশী পার করে নেবে আর আক্রমণ ভাবলে ঘাবড়ে যাবে আর অস্থিরতা অনুভব করবে। ড্রামায় পার্টধারী হওয়ার দরুন যে কোনো সীন সামনে এলে ড্রামা অনুযায়ী সবই হল খেলা , এই স্মৃতি থাকলে স্থিতি একরস এবং স্থির হবে। তো এখন থেকেই এই পরিবর্তন করে যাবে। অস্থিরতা এখানেই শেষ করে যাবে। সর্বদা নিজের কপালে বিজয়ের তিলক লাগিয়ে রাখো তাহলেই অস্থিরতা অনুভব হবেনা । দেখো, আমেরিকার স্থান হল কত উঁচুতে , তো এখানকার ব্রাহ্মণদের স্থান কত উঁচুতে হবে। যেমন দেশের মহিমা রয়েছে তার চেয়ে বেশী ব্রাহ্মণ আত্মাদের মহিমা রয়েছে । তো তোমাদের সেবাতে নম্বরওয়ান হতে হবে। প্রত্যেকে যদি বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে লাইট-হাউস হয়ে যায় তবে হোয়াইট হাউস এবং লাইট হাউসের কনট্রাস্ট হয়ে যাবে। তারা বিনাশকারী এবং এরা স্থাপনকারী। এখন কামাল করে দেখাও। বিশেষ আত্মাদের নিমিত্ত করা হয়েছে, আরও অনেককে সম্বন্ধে নিয়ে আসতে হবে। এমন কাছের সম্বন্ধে আনো যাতে ওনাদের মুখের আধার নিয়ে বাবার মহিমা সম্পূর্ণ বিশ্বে হয়ে যায়। দেখো, যে বাচ্চারা অন্য অন্য ধর্মে মিক্স হয়ে গেছে বাপদাদা তাদেরকেও সেলেক্ট করেছেন। তো বিশেষ ভাগ্যবান হয়েছ তাইনা । তোমরা বাবাকে খুঁজেছ কিন্তু বাবা তোমাদের খুঁজে নিয়েছেন। তোমরা খুঁজেও পেতেনা কারণ পরিচয় ছিলনা। তাই বাবা তোমাদের সেলেক্ট করে নিজের বাগানের ফুল করে দিয়েছেন। তো এখন তোমরা সবাই আল্লার বাগানের রুহানী গোলাপ হয়েছ। নিজেকে এমন ভাগ্যবান ভাবো কি?

এইটাও বাবার খুশীর কারণ যে ভাষা না বুঝেও কেমন স্নেহী আত্মারা নিজের অধিকার নিতে পৌঁছে গেছে। নিজেকে অধিকারী আত্মা ভাবো তো নাকি ! তীব্র লগনে মগ্ন আত্মারা পুনরায় নিজের অধিকার নিতে মহান তীর্থে পৌঁছেছে । আচ্ছা ।

বরদান : নিজের অলৌকিক রুহানী বৃত্তি দ্বারা সকল আত্মাদের প্রভাবিত করে এমন মাস্টার জ্ঞান সূর্য ভব।

ব্যাখ্যা : যেমন কোনো আকর্ষণ কারী বস্তু আশেপাশের সবাইকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে , সবার অ্যাটেনশান ক্যাচ করে। তেমনই যখন তোমাদের বৃত্তি অলৌকিক , রুহানীয়ত পূর্ণ হবে তখন অনেক আত্মাদের উপরে স্বত:ই তোমাদের প্রভাব পড়বে। অলৌকিক বৃত্তি অর্থাৎ নেয়ারা-পেয়ারা স্থিতি অর্থাৎ ডিট্যাচ এবং লাভলী স্থিতি স্বত:তই অনেক আত্মাদের আকৃষ্ট করে। এমন অলৌকিক শক্তিশালী আত্মারা মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হয়ে নিজস্ব প্রকাশ দ্বারা চারিদিক আলোকিত করে।

স্লোগান : সর্বদা স্বমানের সীটে স্থির হয়ে থাকলে সর্ব শক্তিগুলি তোমার অর্ডার পালন করবে।